দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

মুরাদনগরে গাইড বই কিনতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হচ্ছে

■ মো. মোশাররফ হোসেন মনির, মুরাদনগর (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

জেলার মুরাদনগর উপজেলার প্রায় ৪৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক লাখ শিক্ষার্থী গাইড বই কিনতে বাধ্য হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা গাইড বই প্রকাশনীর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। বছরের শুরুতে এসব বই কিনতে দোকানগুলোতে ভিড় করছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। এমনকি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা বিভিন্ন প্রকাশনার গাইড ও ব্যাকরণ বই কিনতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র ও সরেজমিনে জানা যায়, নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে এ উপজেলার এক শ্রেণির লাইব্রেরি মালিকরা নিষিদ্ধ ঘোষিত নোট ও গাইড বই চড়া দামে বিক্রি করছেন। এছাড়া লাইব্রেরি মালিক ও প্রকাশনীর প্রতিনিধিরা উপজেলার ২০৩টি প্রাথমিক, ১৫৭টি কিন্ডারগার্টেন, ৫৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩৭টি মাদ্রাসার অধিকাংশ প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা মোটা অংকের টাকার কমিশন ও ডোনেশনের বিনিময়ে শিক্ষার্থীরা চড়া দামে পপি, জুপিটার, গ্যালাক্সি, একের ভিতর তিন ও দিগন্ত, আল-ফাতাহ নামের গাইড ও ব্যাকরণ বই কিনতে বাধ্য হচ্ছে।

এক স্কুল ছাত্রের অভিভাবক মো. মহিউদ্দিন বলেন, সরকার বিনামূল্যে বই দিলেও ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া আমার ছেলের জন্য স্কুল শিক্ষকদের চাপে গাইড বই কিনেছি। কোচিং সেন্টারের শিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী অন্য প্রকাশনীর আরো একটি গাইড বই কিনতে হবে। উপজেলার প্রাণী সম্পদ হাসপাতাল রোডের বাসিন্দা অভিভাবক ফাতেমা আক্তার জানান, মিতালী, ইসলামিয়া, মনি লাইব্রেরি, ফরিদ বুক ডিপো, সোহাগ ও সবুজ লাইব্রেরির মালিকরা কোচিং সেন্টার ও স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকাশনীর বইয়ের তালিকা ছাত্রছাত্রীদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে।

এ বিষয়ে পায়ব হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আনোয়ার হোসেন গাইড বই মালিকের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, আমাদের স্কুলের সকল শিক্ষক বনভোজনে যাওয়ার জন্য ৪০ হাজার টাকা দিয়েছে একটি গাইড বই প্রকাশনী সংস্থা। তবে আমরা ছাত্রদের ওই বই কিনতে চাপ দেই না। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এএনএম মাহবুবুর আলম বলেন, শিক্ষকরা গাইড বই প্রকাশনী সংস্থার সঙ্গে কোনো প্রকার চুক্তি না করার জন্য কড়াভাবে নিষেধ করেছি। তারপরও কিছু শিক্ষক নিষেধ উপেক্ষা করেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সফিউল আলম তালুকদার বলেন, শিক্ষক সংগঠন আমাদের তোয়াক্কা করে না। গাইড বই মালিক থেকে শিক্ষকরা যে উপঢৌকন নেয় তা আমার কানে এসেছে। আমি তা উপজেলা আইনশৃঙ্খলা বৈঠকে উপস্থাপন করেছি। এ ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলার বৈঠকে বিভিন্ন মহল থেকে জোরালো বক্তব্য আসলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাসেলুল কাদের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানা যায়। কুমিল্লা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুল মজিদ বলেন, নোট-গাইডের বইয়ের ব্যবসার সঙ্গে শিক্ষকরা জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাজারে থাকা নোট-গাইড বইয়ের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।